তৃতীয় শ্রেণি ● ইসলাম শিক্ষা ● অধ্যায়ভিত্তিক কাজের সমাধান

অধ্যায়—৪: ধর্মীয় সম্প্রীতি

১। সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও:

ক) আমাদের চারপাশে ভিন্ন ধর্মের মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকাকে কী বলে?
১. সামাজিক সম্প্রীতি√ ২. ধর্মীয় সম্প্রীতি
৩. রাষ্ট্রীয় সম্প্রীতি ৪. রাজনৈতিক সম্প্রীতি

খ) 'মদিনা সনদ' কে প্রণয়ন করেন?
১. হজরত মুহাম্মদ (স:) √
২. হজরত উসমান (রা.)
৩. হজরত আবু বকর (রা.)
৪. হজরত উমর (রা.)

গ) 'আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না'। এ কথা কে বলেছেন?
১. মহান আল্লাহ√
২. হজরত আদম (আ.)
৩. হজরত মুসা (আ.)
৪. হজরত ঈসা (আ.)

ঘ) 'আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।' মহান আল্লাহর এই বাণী অনুসারে কোন ধর্মের লোক সম্মানিত?
১. সকল ধর্মের√ ২. ইসলাম ধর্মের
৩. খ্রিস্টান ধর্মের ৪. বৌদ্ধ ধর্মের

ঙ) 'অমুসলিমদের কারণে ভূমি অপবিত্র হয় না।' এ কথা কে বলেছেন?
১. হজরত আদম (আ.)
২. হজরত মুহাম্মদ (স.) √
৩. হজরত মুসা (আ.)
৪. হজরত ঈসা (আ.)

২। শূন্যস্থান পূরণ:

ক. মহানবি (স.) মদিনায় বিভিন্ন ধর্মের লোকদের মধ্যে **সুসম্পর্ক** প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

খ. পবিত্র কুরআনে ভিন্ন ধর্মের উপাস্যকে **গালি** দিতে বারণ করা হয়েছে।

গ. মানুষ হিসেবে সব ধর্মের লোক **সম্মানিত**।

ঘ. অভাবী, ক্ষুধার্ত বা বিপদগ্রস্ত মানুষ যে ধর্মেরই হোক তাকে **সহযোগিতা** করতে হয়।

ঙ. হজরত উমর (রা.) এক ইহুদি বৃদ্ধকে ভিক্ষা করতে দেখে **সাহায্য** করেন।

৩। দাগ টেনে মিল করি:

বাম পাশের অংশ	ডান পাশের অংশ
সমাজ শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য	ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলবো।
প্রতিবেশী যে ধর্মেরই হোক	দেখতে যেতেন ও সেবা করতেন।
আমরা আমাদের প্রতিবেশী অন্য ধর্মের মানুষদের সঙ্গে	ইহুদি প্রতিবেশীর ঘরে খাবার পাঠাতেন।
আমাদের মহানবী (স.) অমুসলিম রোগীদের	ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রয়োজন।
হজরত আবদুল্লাহ্ (রা.) এর ঘরে খাবার রান্না হলে তিনি তাঁর	তাঁকে সহযোগিতা করা আমাদের কর্তব্য।

সমাধান:

ক. সমাজ শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য—ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রয়োজন।

খ. প্রতিবেশী যে ধর্মেরই হোক—তাঁকে সহযোগিতা করা আমাদের কর্তব্য।

গ. আমরা আমাদের প্রতিবেশী অন্য ধর্মের মানুষদের সঙ্গে— ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলবো।

ঘ. আমাদের মহানবী (স.) অমুসলিম রোগীদের—দেখতে যেতেন ও সেবা করতেন।

ঙ. হজরত আবদুল্লাহ্ (রা.) এর ঘরে খাবার রান্না হলে তিনি তাঁর—ইহুদি প্রতিবেশীর ঘরে খাবার পাঠাতেন।

৪। শুদ্ধ/অশুদ্ধ নির্ণয়:

ক. সমাজের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রয়োজন নেই। (অশুদ্ধ)

খ. মদিনায় ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠাকারী সনদের নাম 'মদিনা সনদ'। (শুদ্ধ)

গ. ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষার জন্য সহনশীল আচরণ করা আবশ্যক। (শুদ্ধ)

ঘ. ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষার জন্য ইসলাম আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। (শুদ্ধ)

ঙ. ভিন্ন ধর্মের অভাবী সহপাঠীদের সহায়তা করলে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। (শুদ্ধ)

৫। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

ক. ধর্মীয় সম্প্রীতি কী?

উত্তর: সকল ধর্মের মানুষ মিলেমিশে একসাথে বসবাস করা এবং কারো ক্ষতি না করে একে অপরকে সাহায্য করাই ধর্মীয় সম্প্রীতি।

খ. মহানবি (স.) একজন ইহুদি মেহমানের সাথে কী আচরণ করেছেন?

উত্তর: —

গ. ভিন্ন ধর্মের লোকদের প্রতি তুমি কী কী সহনশীল আচরণ করবে?

উত্তর: আমি ভিন্ন ধর্মের লোকদেরকে শ্রদ্ধা করব, তাদের বিপদে-আপদে এগিয়ে আসব এবং তাদের সাথে মিলেমিশে থাকার চেষ্টা করব।

ঘ. ভিন্ন ধর্মের সহপাঠীদের প্রতি তুমি কী আচরণ করবে?

উত্তর: ভিন্ন ধর্মের সহপাঠীর প্রতি আমি বন্ধুসুলভ আচরণ করব, তাকে আমার পাশে বসতে দেব, তাকে খেলার সময়ে সাথে নেব এবং সে অসুস্থ থাকলে খোঁজ-খবর নেব।

ঙ. ভিন্ন ধর্মের প্রতিবেশী অসুস্থ হলে তুমি কিভাবে সহযোগিতা করবে?

উত্তর: ভিন্ন ধর্মের প্রতিবেশী অসুস্থ হলে আমি তাঁর খোঁজ-খবর নেব, তাকে দেখতে বাসায় যাব। তাঁকে সেবাযত্ন করব।

৬। বর্ণনামূলক প্রশ্ন:

ক. ধর্মীয় সম্প্রীতি সম্পর্কে মহানবি (স.) এর আদর্শ বর্ণনা কর।

উত্তর: মহানবি (স.) ধর্মীয় সম্প্রীতির আদর্শ স্থাপন করেছেন এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মদিনা সনদ প্রণয়ন করে মুসলমান, ইহুদি ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন, যেখানে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা লাভ করে। মহানবি (স.) সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তার অনুসারীদেরও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সম্মান করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, "যে একজন অমুসলিমের ওপর নির্যাতন করে, আমি কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে বিচার চাইব।" একবার এক ইহুদির জানাজা দেখে তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন। সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'সে কি মানুষ নয়?' এটি প্রমাণ করে যে, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ মর্যাদার অধিকারী।

মহানবি (স.) অমুসলিমদের প্রতি সদাচরণ করতেন, তাদের অসুস্থতা কিংবা বিপদে পাশে দাঁড়াতেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যে, প্রতিবেশী যে ধর্মেরই হোক, তার অধিকার রক্ষা করা প্রত্যেকের দায়িত্ব। তাই আমাদেরও উচিত মহানবি (স.)-এর আদর্শ অনুসরণ করে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহনশীল হওয়া, তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সম্মান করা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখা।

খ. ভিন্ন ধর্মের মানুষের সাথে সহনশীল আচরণের তালিকা কর।

উত্তর: ভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে সহনশীল আচরণের জন্য আমরা নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে পারি–

- পরস্পরের ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া
- তাদের সঙ্গে সদয় ও নম্রভাবে কথা বলা
- ধর্মীয় মতভেদ নিয়ে বিতর্ক না করা এবং সৌহার্দ্য বজায় রাখা
- তাদের অধিকার ও স্বাধীনতাকে সম্মান করা
- ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সহমর্মিতা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা
- অসহায় বা বিপদগ্রস্ত ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাহায্য করা
- অন্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা ও সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষা করা
- তাদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামাজিক লেনদেনে ন্যায়বিচার করা
- সহযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখা
- ঘৃণা ও বিদ্বেষ পরিহার করে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি গড়ে তোলা

এই আচরণগুলো অনুসরণ করলে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকবে এবং সামাজিক সম্প্রীতি ও সহনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।